প্রশ্নফাঁসের কারণে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক পদে নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করা হচ্ছে।

এ ঘটনার বিস্তারিত তদন্তের পর পুলিশের গোয়েন্দা ইউনিট (ডিবি) তা বাতিলের এই সুপারিশ পাঠিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। পরে বিষয়টি মাউশি
আজ পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হতে পারে।

এদিকে, প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সর্বশেষ মঙ্গলবার রাত দেড়টায় রাজধানীর বড় মগবাজার থেকে গ্রেফতার করা হয় পটুয়াখালী সরকারি কলেজের প্রভাষক (৩৪তম বিসিএস) রাশেদুল ইসলামকে

। এর তিন ঘণ্টা আগে মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টায় গ্রেফতার করা হয় মাউশির উচ্চমান সহকারী আহসান হাবীব, অফিস সহকারী নওশাদুল ইসলা
রাশেদুল গ্রেফতার হন। এর আগে খেপুপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক সাইফুল ইসলাম ও পরীক্ষার্থী সুমন জমাদ্দার গ্রেফতার হন। রা
একই কলেজের কম্পিউটার অপারেটর সুমন।

সূত্র জানিয়েছে, মাউশিতে কর্মরত ৩১তম ব্যাচের এক শিক্ষা কর্মকর্তাকে খুঁজছে পুলিশ। সাইফুল ইসলামের স্কুল আর এই কর্মকর্তার বাড়ি একই এ
পৌঁছানোর দায়িত্বে ছিলেন। রাশেদুল গ্রেফতারের পর তিনি গা-ঢাকা দিয়েছেন। তাকে খুঁজতে বুধবারও পুলিশ মাউশিতে যায়। লুকিয়ে থেকেই ওই
করাচ্ছেন, যাতে তিনি রেহাই পান। তবে প্রকৃত দোষী কেউই রক্ষা পাবে না বলে জানিয়েছেন ডিবি পুলিশের তেজগাঁও জোনের উপ-কমিশনার
গ্রেফতার ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদে আরও ৬-৭ জনের নাম এসেছে। তাদের সবাই সুবিধাভোগী ও নানাভাবে জড়িত। তবে এখনই তাদের নাম প্রকাশ

পরীক্ষা বাতিলের বিষয়টি নিশ্চিত করে মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, আমরা পরীক্ষাটি বাতিলের দিকে যা
নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আজকে আর সময় নেই। মিটিং করে কাল (বৃহস্পতিবার) তারা সিদ্ধান্ত জানাবেন। তিনি আরও বলেন, মাউশির একজন
এতদিন কেউ কিছু বলেননি।

সবকিছুই আমরা গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নিচ্ছি। তাদের ব্যাপারে অবশ্য ব্যবস্থা নেবে মন্ত্রণালয়। আর পুলিশের প্রতিবেদন পাওয়ার পরে কর্মচারীদের
ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যুগান্তরের কলাপাড়া প্রতিনিধি জানিয়েছেন, সাইফুল ইসলামকে স্কুল বরখাস্ত করেছে।

ডিবির যুগ্ম কমিশনার হারুন অর রশিদ বলেন, প্রশ্নফাঁসে জড়িতদের অধিকাংশকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিরাও গ্রেফতার হবে। গ্রেফতারের
মাউশি মহাপরিচালককে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করতে প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে অতীতে

৫১৩টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে রাজধানীতে ৬১ কেন্দ্রে ১৩ মে এই নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রার্থী ছিলেন ১ লাখ ৭৯ হাজার ২৯৪ জন।

জানা গেছে, আগের দিন বিকাল ৪টা থেকে ৫ সদস্যের কমিটি ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মিলনায়তনে প্রশ্নপত্র তৈরি ও মুদ্রণের কাজ শুরু করেন
এক কর্মচারীকে দিয়ে তা কম্পোজ করানো হয়। এরপর আরও কয়েকজনকে যুক্ত করা হয় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও প্যাকেজিংয়ের কাজে। তবে এই ১৬
মিনিট পর ওই মিলনায়তন থেকে বের হন। সবার মোবাইল ফোন বন্ধ ছিল।

এদিকে প্রশ্ন উঠেছে, এত নিরাপত্তার মধ্যে কীভাবে প্রশ্ন ফাঁস হতে পারে। এই প্রশ্নের জবাবে পরীক্ষা কমিটির এক সদস্য নাম প্রকাশ না করে ব